بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
*Press & Media Office*

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**
**২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০**

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা বেলজিয়াম

## উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দান ও ইসলামের বাণী প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বেলজিয়ামের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (কার্যনির্বাহী)-র সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার প্রতিনিধিবৃন্দ ব্রাসেল্‌স-এর উকল্ (Uccle)-এ অবস্থিত বায়তুল মুজীব মসজিদ কম্‌প্লেক্সে সমবেত হন।

সভায় ন্যাশনাল আমেলার প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রিপোর্ট এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস বেলজিয়ামে বসবাসরত আহমদী মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং দেশ জুড়ে ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচার কীভাবে করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস 'দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান' এবং 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও' নীতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, ধর্ম প্রচার (তবলীগ) বা পবিত্র কুরআন শেখানোর উদ্দেশ্যে ওয়াকফে আরযী (ইসলামের সেবায় সাময়িক উৎসর্গ)-তে অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে হলে, ন্যাশনাল আমেলর সদস্যগণের সর্বাগ্রে নিজেদেরকে পেশ করতে হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

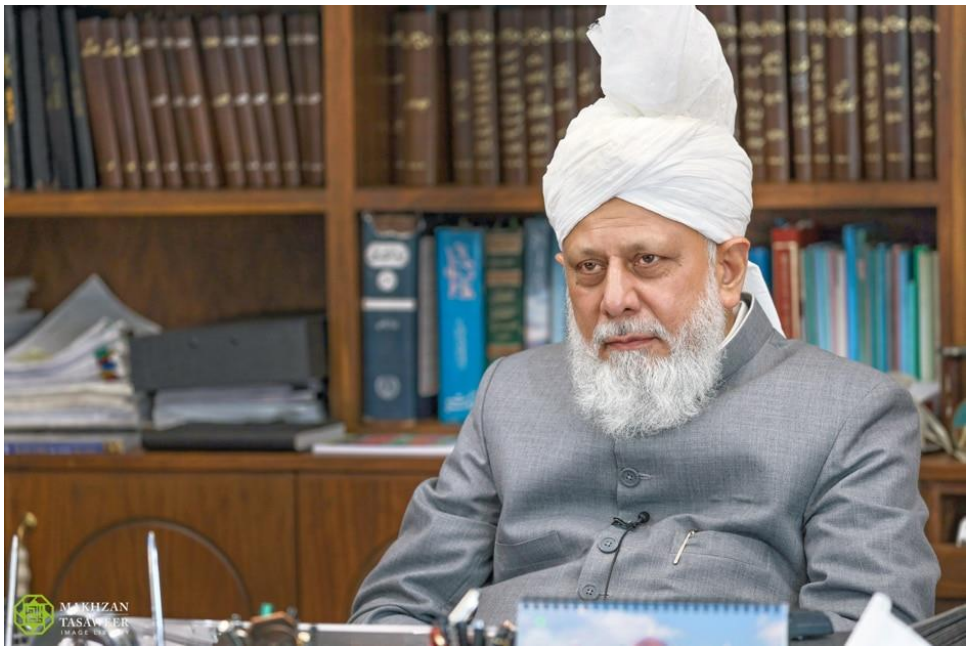

**“যদি ন্যাশনাল আমেলার সদস্যবৃন্দ নিজেদের সময় এবং শ্রম আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের খাতিরে পেশ করার বিষয়ে সামনের সারিতে না থাকেন, তবে অন্যদের কাছে কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে? আপনাদের বাড়ি কেবল সেটি নয়, যেখানে আপনারা আপনাদের পরিবার নিয়ে বাস করেন, বরং আপনাদের উচিত নিজেদের শহর বা নগরীকেও নিজের বাড়ি বলে মনে করা। আর অপরাপর জনসাধারণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা এবং নিয়মিত নিজ সময়কে অন্যের খাতিরে কুরবানী করাকে আপনাদের নিজ দায়িত্ব বলে গণ্য করা উচিত। এটি ন্যাশনাল আমেলার দায়িত্ব এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের আমেলারও দায়িত্ব। কেবল কাগুজে দায়িত্বে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখা মোটেই যথেষ্ট নয়, বরং আপনাদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।”**

হুযূর আকদাস মাতা-পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লালন করার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বেলজিয়ামের গৃহীত একটি কর্মসূচীর প্রশংসা করেন।

এ কর্মসূচীর অধীনে, আহমদী বাসাগুলোতে প্রতিদিন পারিবারিকভাবে সমবেত হয়ে অন্তত এক বেলার খাবার একত্রে খাওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। পিতা-মাতাকে সন্তানদের সাথে উন্মুক্ত সংলাপে যুক্ত হতে এবং তারা যে সমস্ত ইস্যুর মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোকে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে উৎসাহিত করা হয়। হুযূর আকদাস বলেন যে, এ কর্মসূচীটি আরো সম্প্রসারিত করা উচিত এবং নিয়মিত পর্যালোচনা করা উচিত।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক গড়ার এবং পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে ন্যাশনাল উমূরে খারেজা (বহিঃসম্পর্ক বিষয়ক) সেক্রেটারিকে উদ্দেশ্য করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"বিস্তৃত সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, হোক না তারা রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় সংগঠন, ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক গ্রুপ, সেবামূলক সংস্থা, মিডিয়া বা অন্য কোন গোষ্ঠী। এটিও ইসলামের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার এবং বিদ্যমান ভুল ধারণাসমূহ দূর করার একটি পদ্ধতি। এমন হওয়া উচিত যে, অন্যান্য সংগঠনসমূহ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষ যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পতাকাবাহী বলে গণ্য করতে শুরু করে।"**

সভার শেষ প্রান্তে হুযূর আকদাস জামা'তের সেবায় নিয়োজিত মিশনারী এবং অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারী (ওয়াকেফে যিন্দেগী)-দের নির্দেশনা প্রদান করেন, তারা যেন তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রয়াস অবলম্বন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"যে দায়িত্ব ও কর্তব্য মিশনারি এবং ওয়াকেফে যিন্দেগীদেরদের উপর ন্যস্ত করা হোক না কেন, তা অবশ্যই সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায় সম্পন্ন করতে হবে। তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়া এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় সর্বাগ্রে থাকা উচিত। যদি কারো উপর একাধিক দায়িত্ব অর্পিত থাকে তবে সেগুলোর কোন একটির উপর মনোযোগ দিয়ে অপরগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। বরং তাদের উচিত হবে প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালনে প্রয়াসী হওয়া এবং অন্যদের জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে ইসলামের সেবায় আরও অগ্রসর হওয়ার এবং নিজ কর্তব্যকে সর্বোত্তম উপায়ে পরিপূরণ করার তৌফিক দান করুন।"**